"বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফিডব্যাক সংক্রান্ত কর্মশালার র‍্যাপোটিয়ার্স রিপোর্ট"

তারিখঃ ১৩.০১.২০২২খ্রি.
সময়ঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থানঃ অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম (জুম) এর মাধ্যমে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফিডব্যাক উপলক্ষ্যে ১৩.০১.২০২২খ্রি. অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম (জুম) এর মাধ্যমে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, সচিব, এবং আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খাজা আব্দুল হান্নান, অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। মূল প্রবন্ধক উপস্থাপক হিসাবে জনাব মো: শাহ্ নেওয়াজ তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারী হিসাবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সদস্য সম্মানিত সকল অতিরিক্ত সচিব ও ডিজি (এফপিএমইউ মহোদয়), সম্মানিত সদস্য সচিব, উপসচিব, প্রশাসন-২ শাখা (বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় এবং সম্মানিত ফোকাল পয়েন্ট, বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল সদস্য এবং পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্চালক কর্তৃক উপস্থাপনঃ জনাব অনিমা রাণী বিশ্বাস, উপসচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মশালাটি সঞ্চালন করা হয়।

প্রবন্ধ উপস্থাপনঃ জনাব মো: শাহ্ নেওয়াজ তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফিডব্যাক বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনাপর্বে প্রবন্ধ উপস্থাপক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রম নং ১.৫ কর্মপরিবেশ উন্নয়ন; ১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবেক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ; ১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান; ২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন; ৩.১ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কার্যালয়সমূহের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালুকরণ; ৩.২ কর্তৃপক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ষ্টোর এবং গ্যারেজ সিসি টিভি ক্যামেরা দ্বারা মনিটরিং; ৩.৩ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব হটলাইন সংযোজন; ৩.৪ ডিজিটাল হাজিরা প্রবর্তন; ৩.৫ কর্তপক্ষের প্রশাসন শাখার বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় ও বিতরণে দক্ষতা উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সফটওয়্যার ভিত্তিক ষ্টোর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন বাস্তবায়ন বিষয়ক বিভিন্ন মতামত তুলে ধরে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করেন।

প্যানেল আলোচকদের আলোচনাঃ

মূখ্য আলোচক ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম সভার প্রারম্ভে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণ করে শুদ্ধ আচরণ যেন আমাদের মধ্যে গড়ে উঠে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করেন। অতপর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ আইন,নীতি, পদ্ধতি, অনুরসণ করে যাতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয় সেই মনোভাব নিয়ে সকলকে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপস্থাপিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব খাজা আব্দুল হান্নান, অতিরিক্ত সচিব আলোচনায় বিভিন্ন কার্যক্রম যথযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

মুক্ত আলোচনাঃ

মুক্ত আলোচনা পর্বে জনাব ড. সালমা মমতাজ, অতিরিক্ত সচিব, জনাব আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব নূরে খাজা আলামিন ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব আসমা উল হুসনা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন।

র‍্যাপোটিয়ারবৃন্দের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সেমিনারে গৃহিত সুপারিশঃ

কর্মশালায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং আলোচক ও মুক্ত আলোচনার মতামতের পর্যালোচনার ভিত্তিতে র‍্যাপোটিয়ারবৃন্দ তাদের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের উপর সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত ফিডব্যাকসমূহ প্রদানের সুপারিশ করা হয়ঃ

(ক) দপ্তর/সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ফিডব্যাকসমূহঃ

কার্যক্রমের নাম	পর্যালোচনা	ফিডব্যাক
১.৫ কর্মপরিবেশ উন্নয়ন	২য় কোয়ার্টারে ৩১.১২.২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে কিন্তু কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কি কি প্রমাণক সংরক্ষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ যে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্য প্রমানকসহ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা প্রয়োজন।	২য় কোয়ার্টারে ৩১.১২.২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে যথাযথ প্রমাণক সংরক্ষণ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবেক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	২য় কোয়ার্টারের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি। বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব আসমা উল হুসনা ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনটি টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে এডমিন প্যানেল থেকে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে না পারায় আপলোড সম্ভব হয়নি, তবে সমস্যা সমাধান করে আপলোডের ব্যবস্থা করা হবে মর্মে জানান।	২য় কোয়ার্টারের প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান	২য় কোয়ার্টারে প্রতিবেদনে ২৮.১০.২০২১খ্রি. তারিখে আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের নির্ধারণ করা আছে। কার্যক্রমটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রমাণক হিসাবে ফিডব্যাক কর্মশালার র‍্যাপোর্টিয়ার্স রিপোর্ট, হাজিরা ও সম্মানী বিবরণী প্রদান করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	প্রমাণক হিসাবে ফিডব্যাক কর্মশালার র‍্যাপোর্টিয়ার্স রিপোর্ট, হাজিরা ও সম্মানী বিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২য় কোয়ার্টারে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০% কিন্তু অর্জিত হয়েছে ১১.১১%। তাছাড়া ৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা ৫০% নির্ধারণ করা হয়েছে। যা সঠিক হয়নি। ৪র্থ কোয়ার্টারে ক্রমপঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা সর্বনিম্ন ৮০% হতে সর্বোচ্চ ১০০% নির্ধারণ করতে হবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব নূর-ই- খাজা আলামিন জানান যে, প্রকৃত পক্ষে অর্থ ছাড় ডিসেম্বরের শেষে হওয়ায় বাস্তবায়ন করা যায় নি। যা পরবর্তী কোয়ার্টারে বাস্তবায়ন পূর্বক সমন্বয় করা হবে। ৪র্থ কোয়ার্টারে ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা সর্বনিম্ন ৮০% হতে সর্বোচ্চ ১০০% নির্ধারণ এবং অধিক হারে কার্যক্রম সম্পন্ন করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ।	৪র্থ কোর্য়টারে ক্রমপঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা সর্বনিম্ন ৮০% হতে সর্বোচ্চ ১০০% করার এবং পরবর্তী কোয়ার্টারে অধিক হারে কার্যক্রম সম্পন্ন করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার সুপারিশ করা হয়।
৩.১ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কার্যালয়সমূহের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালুকরণ	কার্যক্রমটি কয়টি জেলায় কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।	কার্যক্রমটি কয়টি জেলায় কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।

৩.২ কর্তৃপক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ষ্টোর এবং গ্যারেজ সিসি টিভি ক্যামেরা দ্বারা মনিটরিং	কার্যক্রমটির কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।	কার্যক্রমটি কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।
৩.৩ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব হটলাইন সংযোজন	কার্যক্রমটির কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।	কার্যক্রমটি কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।
৩.৪ ডিজিটাল হাজিরা প্রবর্তন	কার্যক্রমটির কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।	কার্যক্রমটি কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।
৩.৫ কর্তৃপক্ষের প্রশাসন শাখার বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় ও বিতরণে দক্ষতা উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সফটওয়্যার ভিত্তিক ষ্টোর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন	কার্যক্রমটির কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।	কার্যক্রমটি কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।

অতঃপর সভাপতি শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে যাতে করে দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং সুশাসন ও কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটে সে আশাবাদ ব্যক্ত করে সেমিনারে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০/১/২০২২
মোঃ জুয়েল রানা
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

২০/১/২২
স্বপ্না ভদ্র
প্রশাসনিক কর্মকর্তা